ইত্তেফাক

057

তারিখ ... 18/12/79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম 2 ...

বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শীঘ্রই শুরু হইবে

—প্রেসিডেন্ট জিয়া

কিশোরগঞ্জ হইতে বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বনির্ভর কর্মীদের এক সম্মেলনে গতকাল (সোমবার) বলেন, শীঘ্রই বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বিপ্লবের অন্যান্য কর্মসূচীও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হইবে। আজিমুদ্দিন হাই স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সমাজ হইতে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার জন্য বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়কে সফল করিয়া তোলার শপথ গ্রহণ করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বনির্ভর আন্দোলনই হইল একমাত্র ও নিশ্চিত পথ; এই আন্দোলনই একটি বিপ্লব, কারণ দেশের সকল নারী-পুরুষের পূর্ণ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের উপরেই ইহার সাফল্য নির্ভরশীল। শুধু কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন

(৮ম পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট জিয়া

(১ম পৃঃ পর)

বৃদ্ধি করিয়াই জাতি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করিতে পারে বলিয়া তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিপ্লবের প্রথম পর্যায় শুরু করা হয়। ইহাকে সফল করার উদ্দেশ্যে খাল খননের মাধ্যমে একটি সেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার কাজ ইতিপূর্বেই শুরু হইয়াছে। যেখানে খাল নাই সেখানে পানি সেচের জন্য অগভীর ও গভীর নলকূপ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

গতকাল পূর্বাহ্নে ভৈরব বাজার রেলস্টেশনে এক সমাবেশে প্রেসিডেন্ট অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একসাথে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানান।

ইত্তেফাকের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, ভৈরবকে মহকুমায় রূপান্তরিত করিবার ব্যাপারটি প্রেসিডেন্ট তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিতে বলেন। তিনি বলেন, ইনশাল্লাহ্ শীঘ্রই উহার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

তিনি আরও বলেন, আমি বিশ্বাস করি আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমাদের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করিয়া পুনরায় খাদ্য রপ্তানীকারক দেশ হিসাবে পরিচিত হইতে পারিব।